ডাকাতের মুখ পুলিশের মুখোশ

বহুরূপী দ্য গোল্ডেন ডাকু। নতুন ছবিতে নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সরাসরি পুলিশের ডাকাত-রূপকে স্পষ্ট করেছেন। ডাকাতির রেকর্ড গড়া বিক্রম প্রামাণিক যেন সমাজের বিবেক জাগাতে হাজির।



অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। পুরনো এই প্রবাদকে ম্লান করে দিয়েছে ‘বহুরূপী দ্য গোল্ডেন ডাকু’। এখানে চোর আর পুলিশের সম্পর্ক মাসতুতো ভাইকে ছাপিয়ে গেছে। পুলিশ যদি ডাকাতের বাপ হয়, তা হলে ডাকাতকে সেই পুলিশের ঠাকুরদা হতে হবে। বিশেষত, সেই ডাকাত যদি হয় বিক্রম প্রামাণিক, যার আছে ২৭টা ব্যাঙ্ক ডাকাতির রেকর্ড। প্রথম পর্বের ছবি ‘বহুরূপী’তে সেই ডাকাতের কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত কাহিনি আছে। এবার দ্বিতীয় পর্ব। অর্থাৎ, সিকুয়েল। ছবির নাম— ‘বহুরূপী দ্য গোল্ডন ডাকু’।

নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই নতুন ছবিতে বিক্রম প্রামাণিক (শিবপ্রসাদ) নতুন ভাবে জীবন শুরু করেছিল। সে এখন মুহুরি। তার হাতের তালু বোমা বাঁধতে গিয়ে উড়ে গিয়েছিল। দুই হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে সে কাজ করে। এবং ছাঁচড়াপুরের ঝিমলি (কৌশানী মুখোপাধ্যায়) তো আগের পর্ব থেকেই তার বৌ। নতুন ছবিতে ছেলে চুনিকে (শিশুশিল্পী রূপঙ্কর রায়) নিয়ে তাদের সুখের সংসার। কিন্তু, বিক্রমকে এমন সুখী জীবন দিলে কীভাবে সম্ভব ওসি অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (যিশু সেনগুপ্ত) ইচ্ছাপূরণ? ইচ্ছা মানে লোভ। মানে, টাকার পাহাড়ে বসে থাকা।

এক গডফাদার সঞ্জয় মিশ্রর (শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়) ‘বদান্যতায়’ পাণ্ডবগড়ের ওসি হয়েছে অয়ন। এখানে পোস্টিং পাওয়ার জন্যে মাসে মাসে তিন কোটি টাকা তুলে দিতে হবে সঞ্জয় মিশ্রর হাতে। তিন কোটি টাকা তুলে দিলেও ওসি-র হাতে আরও কোটি খানেক টাকা থেকে যাবে। কারণ, এই পাণ্ডবগড় থেকে বালি, পাথর ইত্যাদি পাচার হয়। ফলে, সোনার খনিতে পোস্টিং। অন্তহীন ঘুষ। কালো টাকা।

টাকা তোলার জন্য কোনও মাসে বেকায়দায় পড়ে ওসি অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ফাঁসায় বিক্রম প্রামাণিককে। তার বালকপুত্র চুনিকে কিডন্যাপ করা হয়। তারপর, ওসি-র ‘সু’পরামর্শে সোনার দোকানে ডাকাতিতে নামে বিক্রম। কারণ, টাকা জোগাড় করে না দিলে ছেলেকে ফেরত পাবে না বিক্রম।

এভাবে, একটার পর একটা রুদ্ধশ্বাস চমক। জমে ওঠে থ্রিলার। শুরু হয় লোভী, ধান্দাবাজ ওসি-র সঙ্গে ফের ডাকাতিতে নামতে বাধ্য হওয়া বিক্রম প্রামাণিকের বুদ্ধির লড়াই। ডাকাতি চলতে থাকে। কিন্তু ঘুঁটি সাজাতে সাজাতে যায় বিক্রম। সে তো ঘোষণাই করে দিয়েছে, প্রশাসন আর পুলিশ কখনও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না। ধুন্ধুমার টক্কর চলে। আগের পর্বে, ‘বহুরূপী’তে সৎ পুলিশ অফিসারের সঙ্গে বিক্রমের চোর-পুলিশ খেলা ছিল। এখানে অসৎ পুলিশ অফিসারের সঙ্গে লড়াই। খেলা জমজমাট।

গল্পে, চিত্রনাট্যে নানান মোচড় এসেছে। সংলাপ তো হাততালি আদায়ে সতত অভ্রান্ত। নন্দিতা রায়, শিবপ্রসাদ জুটির নিশানা নির্ভুল।

পারিবারিক ছবির আবহ থেকে থ্রিলারে এসেও দুর্দান্ত জনপ্রিয় এই পরিচালক জুটি। এই ছবি তো সরাসরি রাজনীতির উচ্চারণে ভরপুর। জেলের একটা কুঠুরিতে শিক্ষামন্ত্রী, একটা কুঠুরিতে খাদ্যমন্ত্রী। তাদের কুঠুরিতে একসঙ্গে কি থাকা যায়? ডাকাত বলে কি মানসম্মান নেই? মুখ বেঁকিয়ে যখন প্রশ্ন তোলে ডাকাত শিরোমণি বিক্রম, তখন হাততালিতে ফেটে পড়ে প্রেক্ষাগৃহ। বিক্রম প্রামাণিক যেন সমাজের বিবেক জাগাতে হাজির। সারা ছবি জুড়েই সরাসরি এই ধরনের সংলাপ। দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ ও প্রশাসনের মুখোশ ছিঁড়ে দেওয়ার প্রয়াস। এবং দর্শকরা সবাই পুলিশরূপী ডাকাতের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে বিক্রম ডাকাতের দিকেই যে চলে আসবে, সন্দেহ নেই।

এই ছবিতে জীবনের সেরা অভিনয়টা করেছেন বিক্রমের চরিত্রে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। করতলহীন বিক্রমের রাগ, অপমান, প্রতিশোধ, দুঃখ এবং প্রেমের অভিব্যক্তিতে শিবপ্রসাদ মাতিয়ে দিয়েছেন। এবং পাশাপাশি লোভী পুলিশ অফিসারের চরিত্রে যিশু সেনগুপ্ত দুর্দান্ত অভিনয় করেছেন। শিবপ্রসাদ এবং যিশু, দু’জনেই, পরস্পরের অভিনয়ে তীক্ষ্ণতা আনতে সাহায্য করেছেন।

বিক্রমের স্ত্রী চরিত্রে কৌশানী মুখোপাধ্যায় এবার আরও সাবলীল। ওসি-র অতি-লোভী স্ত্রীর চরিত্রে সোহিনী সরকার জমিয়ে দিয়েছেন। শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, চন্দন সেন, রজতাভ দত্ত, রজত গঙ্গোপাধ্যায়, প্রদীপ ভট্টাচার্য, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বরীষ ভট্টাচার্য, অনুজয় চট্টোপাধ্যায়, ভরত কল— প্রত্যেকেই তুখোড় অভিনয় করেছেন। চুনির চরিত্রে বালক-অভিনেতা রূপঙ্কর খুব সুন্দর।

‘ফুল ফুটেছে বাগান জুড়ে’ গানের ব্যবহার মনে রাখার মতো। অনিমেষ ঘোড়ুইয়ের সিনেমাটোগ্রাফি ছবির সম্পদ।

এ ছবির পরতে পরতে চমক। কমতি নেই থ্রিলার এলিমেন্টের। কিন্তু, ছবির শেষের চমকটি মারাত্মক, যা বলা ‘বারণ’। এবং এই চমকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ‘গোল্ডেন ডাকু’ পেরিয়ে ‘বহুরূপী’ আবার দর্শকদের সামনে আসতে চায়। তখন অন্য চমক। দুর্নীতির আরও মুখোশ খোলার জন্য ‘বহুরূপী গ্যাং’ হয়তো ‘বাংলা গ্যাং’ হয়ে উঠবে। চোর-পুলিশের খেলা তো শেষ হওয়ার নয়!

নিজের ছবির পুনরুত্থান

দেসু ৭। পরিচালক হিসেবে ‘ডেবিউ’ ম্যাচ খেলতে নেমে দেব চালিয়ে খেলেছেন।

সম্রাট মুখোপাধ্যায়

এই ছবির নাম ‘প্রাক্তন’ও হতে পারত।

দেব আর শুভশ্মিতা বা দেব-শুভশ্রীর আট বছর পরে দেখা হওয়ার পুনর্মিলনের গল্প। যেখানে ক্রমাগত ছবির ভেতরের আর বাইরের গল্প একে অপরকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে।

৭০ বছর আগে উত্তমকুমার আর সুচিত্রা সেন নিজেদের ‘সাগরিকা’ ছবির বিজ্ঞাপনের হোর্ডিংয়ে সই-সহ লিখেছিলেন ওই ছবি নাকি তাঁদের প্রণয়ের সাক্ষী! সাত দশক পরে দেব আর শুভশ্রী তাঁদের এই ‘দেসু ৭’-এর বিজ্ঞাপনে এতটা সরাসরি ঘোষণা ব্যবহার না করলেও, বিজ্ঞাপন থেকে চিত্রনাট্য সর্বত্র ব্যবহার করেছেন নিজেদের সম্পর্ক ঘিরে অতীতের নানা সংলাপ-খবর-গসিপকে। সঙ্গে এই পৌনে এক দশকের রাজনৈতিক নানা ঘটনার চলনকেও। দর্শক ছবি দেখতে দেখতে সে-সব ঘটনার সূত্র, সে-সব চরিত্রের সঙ্কেতগুলোকে নিজের নিজের মতো করে ‘ডি-কোড’ করে নিতে পারবেন।

‘দে-সু’ মানে অবশ্য দেব বা শুভশ্রী নন। দেশের সুরক্ষাজনিত এক কোড হল তা। বিস্তারিত ব্যাপারটা ছবিতে দেখে জানাই ভাল। দেব এখানে একেবারে স্বনামে। মেদিনীপুরের ভূমিপুত্র। সে-কথা বারবার সগৌরবে ঘোষিত। শুভশ্রী ঈষৎ বদলে শুভস্মিতা। তবে ছবি জুড়ে সে শুধুই ‘শুভ’। মানে ‘দেবের শুভ’।

দেব এখানে পুলিশ অফিসার ‘টার্নড’ জেলখাটা আসামি ‘টার্নড’ পুলিশের স্পাই। ব্যাপারটার মধ্যে একটা ঘন নাটকীয়তার শিহরন আছে সন্দেহ নেই। শুভ তার ফেলে রেখে আসা প্রেমিকা, যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে এক বিধায়কের। সেই বিধায়ক ভিলেন তো বটেই, সে আবার জোড়া রূপের ভিলেন। দুই ভাইয়ের চরিত্রেই অভিনয় করেছেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য। এক ভাই ‘ফর্মাল’



তো অন্য জন ‘রাগ্‌ড’, একজন শান্ত তো অন্য জন অসভ্য। অনির্বাণ দু’রকম অবতারে চোখের জন্য বড় চমক। এই বিধায়কের গ্যাংয়ে তার বৌয়ের ড্রাইভার হয়ে ঢুকে পড়ল দেব। তার তিন মজাদার ‘স্পাই’ সঙ্গী টোটোওলা (কাঞ্চন মল্লিক), মাছওলি (অপরাজিতা আঢ্য), মুর্দাঘর কর্মী (প্রদীপ ভট্টাচার্য)। গল্পের বাকিটা অনুমেয় বা দর্শনীয়।

পরিচালক হিসেবে ‘ডেবিউ’ ম্যাচ খেলতে নেমে দেব চালিয়ে খেলাতেই বিশ্বাস রেখেছেন। চড়া সংলাপ, মুহুর্মুহু অ্যাকশন, দর্শনীয় লোকেশানে স-গান প্রেম... সেই এক দশক আগে দেবের নিজের অভিনীত দক্ষিণী মশালার ছবির ‘দেজা ভ্যু’ বা পুনরুত্থান যেন। সঙ্গে ঈষৎ ‘ধুরন্ধর’ উঁকি মারবে।

তবে সব ছাপিয়ে দেব-শুভই এবার শেষ সত্য।

ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ, কোর্ট ১ সমীপে
সিপি (সিএএ)/১০১/(কেবি)/২০২৬
যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত
সিএ(সিএএ)/৯৯/(কেবি)/২০২৬

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ সম্পর্কিত বিষয়;
এবং
সম্পর্কিত বিষয়: কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর ধারা ৬৬, ধারা ২৩০ থেকে ২৩২ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সংস্থান এবং তার অধীন রচিত রুলসমূহ:
এবং
সম্পর্কিত বিষয়: সাউথ সিটি প্রোজেক্টস (কলকাতা) প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বে সাউথ সিটি প্রোজেক্টস (কলকাতা) লিমিটেড নামে পরিচিত) **(ডিমার্জড কোম্পানি** বা **পিটিশনার কোম্পানি ১)** এবং অ্যারোগ্রিড মল ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড **(রেজাল্টিং কোম্পানি** বা **পিটিশনার কোম্পানি ২)** এবং তাদের নিজ নিজ শেয়ারধারকগণ এবং ঋণদাতাগণের মধ্যে অ্যারেঞ্জমেন্টের স্কিম (এখানে পরে **স্কিম** বা **স্কিম অফ অ্যারেঞ্জমেন্ট** হিসাবে উল্লিখিত)

সাউথ সিটি প্রোজেক্টস (কলকাতা) প্রাইভেট লিমিটেড
(পূর্বে সাউথ সিটি প্রোজেক্টস (কলকাতা) লিমিটেড নামে পরিচিত)
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬ এর অধীনে গঠিত একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, বর্তমানে কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর অধীনে বিদ্যমান এবং রেজিস্টার্ড অফিস সাউথ সিটি বিজনেস পার্ক, ইউনিট নং ৭১১ ৭৭০, আনন্দপুর, কলকাতা-৭০০১০৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
CIN : U21019WB1995PTC071252
....ডিমার্জড কোম্পানি বা পিটিশনার কোম্পানি ১

অ্যারোগ্রিড মল ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড,
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর অধীনে গঠিত একটি প্রাইভেট কোম্পানি এবং যার রেজিস্টার্ড অফিস সাউথ সিটি মল, ফার্স্ট ফ্লোর, মল ম্যানেজমেন্ট অফিস, ৩৭৫, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা-৭০০০৬৮, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
CIN : U70200WB2026PTC288086
.... রেজাল্টিং কোম্পানি বা পিটিশনার কোম্পানি ২
(সংক্ষিপ্ততার জন্য সম্মিলিতভাবে **পিটিশনার কোম্পানিগুলি** হিসাবে উল্লিখিত)

পিটিশনের নোটিস

পিটিশনার কোম্পানি ১ এবং পিটিশনার কোম্পানি ২ এবং তার নিজ নিজ শেয়ারধারকগণ ও ঋণদাতাগণের মধ্যে অ্যারেঞ্জমেন্টের স্কিম মঞ্জুরির জন্য কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ধারা ৬৬ সহ পঠনীয় ধারা ২৩০ থেকে ২৩২ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সংস্থাধীনে যৌথভাবে পিটিশনার কোম্পানিগুলির তরফে মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ **(মহামান্য এনসিএলটি)** সমীপে একটি পিটিশন পেশ করা হয়েছিল এবং মহামান্য এনসিএলটি ১৫ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে তা অনুমোদন করেছিলেন। মহামান্য এনসিএলটি সমীপে ২৭ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে উক্ত পিটিশন শুনানির জন্য নির্ধারিত হয়েছে।

কোনও ব্যক্তি উক্ত পিটিশন সমর্থন বা বিরোধিতায় আগ্রহী হলে নিজের নাম ও ঠিকানার সঙ্গে তাঁর/তাঁদের অথবা তাঁর/তাঁদের অ্যাডভোকেটের স্বাক্ষর সমেত ইচ্ছা বিবৃত করে নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত প্রতিনিধির এমনভাবে নোটিস পাঠাবেন যাতে তা এই পিটিশন শুনানির নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে দুই দিন আগে জমা পড়ে। কোন কারণে তিনি/তাঁরা এই পিটিশনের বিরোধিতা করতে আগ্রহী, তার প্রেক্ষিত উল্লিখিত বিবৃতি বা হলফনামার একটি প্রতিলিপি ওই নোটিসের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। নির্ধারিত অর্থাঙ্ক আদায় দিয়ে প্রয়োজন থাকা যে কোনও ব্যক্তি পিটিশনার কোম্পানির অনুমোদিত প্রতিনিধির থেকে উক্ত স্কিম পিটিশনের প্রতিলিপি সংগ্রহ করতে পারবেন।

তারিখ: ২৪ অক্টোবর, ২০২৬
সাউথ সিটি প্রোজেক্টস (কলকাতা) প্রাইভেট লিমিটেড
(পূর্বে সাউথ সিটি প্রোজেক্টস (কলকাতা) লিমিটেড নামে পরিচিত) এবং অ্যারোগ্রিড মল ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর তরফে

স্বাঃ-
ইশান মজুমদার
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
প্যান: AUBPM8334L
ই মেল: compliance@southcitymall.in
ঠিকানা: সাউথ সিটি বিজনেস পার্ক, ইউনিট নং ৭১১ ৭৭০, আনন্দপুর, কলকাতা-৭০০১০৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া BOI
Bank of India
Relationship Beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বরানগর শাখা
দত্ত ভিলা, ৩৯, বাঘাযতীন রোড,
বরানগর, কলকাতা ৭০০০৩৬

বকেয়া লকার ভাড়া প্রদানের জন্য নোটিস

ক্রম নং	লকার ধারকের নাম	ঠিকানা	বকেয়া লকার ভাড়া (₹)	নোটিস প্রেরণের বিশদ তথ্য	যে তারিখ থেকে বকেয়া
১.	রামকৃষ্ণ সিনহা লকার নং- ০০০১২৪ টাইপ- এ	২৭এ, যদুনাথ সার্বভৌম লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৩৫	₹১২৩৯০.০০	১৩.০৭.২০২২ ২১.০৩.২০২৩ ২০.০৬.২০২৩ ০৬.১০.২০২৬	২৮.০৭.২০২০
২	কণা দাশগুপ্ত লকার নং- ০০১৪৮০ টাইপ- এ	৬৬, বি ফাইভ গার্ডেন্স, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৫৬	₹১০৫২৬.০০	১৯.০১.২০২২ ২২.০৪.২০২২ ১৩.০৭.২০২২ ০৬.১০.২০২৬	২৯.১০.২০২০
৩	জিতেন্দ্র বসাক ও নমিতা বসাক লকার নং- ০০০৯৮ টাইপ- এ	১০/১, শিশির কুমার দাঁ রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৩৬	₹১০৫২৬.০০	১৩.০৭.২০২২ ২১.০৩.২০২৩ ২০.০৬.২০২৩ ০৬.১০.২০২৬	১৬.০৮.২০২১
৪	ব্রততী পাল লকার নং- ০০১৩৭১ টাইপ- এ	ফ্ল্যাট- ৭, ৪/১/বি, টি এন চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৯০	₹৮৮৫০.০০	১৩.০৭.২০২২ ২১.০৩.২০২৩ ২০.০৬.২০২৩ ০৬.১০.২০২৬	১৪.০৬.২০২২

উপরোক্ত সমস্ত লকার গ্রাহকগণ **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বরানগর শাখায়** লকার রেখেছেন। আমরা বকেয়া লকার ভাড়া জমা দেওয়ার জন্য উপরোক্ত সারণির ৫ নং স্তম্ভে উল্লিখিত তারিখগুলিতে বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করেছি। বারবার স্মরণ করানো সত্ত্বেও উক্ত ভাড়া জমা দেওয়া হয়নি। সমস্ত লকার গ্রাহকদের পুনরায় পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত সারণির ৪ নং স্তম্ভে উল্লিখিত বকেয়া ভাড়া জমা করতে হবে। ভাড়া জমা না দেওয়ার ক্ষেত্রে, এই বিজ্ঞপ্তি/ নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিন পর ব্যাঙ্ক লকার গ্রাহকদের সম্পূর্ণ নিজস্ব ঝুঁকি ও দায়িত্বে, তাদের নিজস্ব খরচ ও চার্জে লকারটি ড্রিল করে খুলে ফেলবে।

তারিখ: ২৪.১০.২০২৬
স্থান: বরানগর

সিনিয়র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ডিসিবি ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: ৬ নং ফ্লোর, টাওয়ার ‘এ’, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, সেনাপতি বাপট মার্গ, লোয়ার পরেল, মুম্বই-৪০০০১৩

DCB BANK

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তি

আপনারা, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ), সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ) আপনাদের স্থাবর সম্পত্তিগুলি (জামিনসমূহ) বন্ধক রাখার বিনিময়ে ডিসিবি ব্যাঙ্ক লিমিটেড থেকে ঋণ/সুবিধা গ্রহণ করেছিলেন। আপনারা খেলাপকারী হওয়ার কারণে আপনাদের ঋণগুলি অনুৎপাদক পরিসম্পদ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ হয়েছে। অনাদায়ী বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য ডিসিবি ব্যাঙ্ক লিমিটেড সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (উক্ত অ্যাক্ট)-এর ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল, যাতে উল্লিখিত বিষয়গুলি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩(১)-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(২) ধারা মোতাবেক এখানে প্রকাশ করা হচ্ছে এবং আপনাদের প্রতি এরূপে পরিবেষিত করা হচ্ছে। ঋণগ্রহীতাগণ, সহ-ঋণগ্রহীতাগণ, বন্ধক রাখা সম্পত্তিসমূহ, অনাদায়ী বকেয়া, ১৩(২) ধারাধীনে প্রেরিত দাবি বিজ্ঞপ্তি এবং এতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক সম্পর্কিত বিশদ তথ্যাবলি এখানে নীচে দেওয়া হল:

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম এবং লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর, ঋণের অর্থাঙ্ক	সুরক্ষিত সম্পত্তির অবস্থান	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) অনাদায়ী বকেয়া ৩) এনপিএ-র তারিখ
১.	১. কার্তিক হালদার ২. প্রমীলা হালদার ৩. বাবলু হালদার **সকলের ঠিকানা:** পূর্ব গাববেড়িয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৩৩৭ **লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর:** **DBLASHS00648559** **মঞ্জুরীকৃত ঋণের অর্থাঙ্ক: ₹৬,১০,৮২১.০০** (ছয় লক্ষ দশ হাজার আটশো একুশ টাকা মাত্র)	**সুরক্ষিত সম্পত্তি :** কাঠামো সহ জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, মাপ ৪.১৪৭৯ ডেসিমেল, ১৮১০ বর্গফুটের সমতুল, অংশত আর এস ও এল আর দাগ নং ২৩৮৯, আর এস খতিয়ান নং ১৭৭৬, এল আর খতিয়ান নং ২১১২, বর্তমানে ৮০৯৯ ও ৮১০০, জে এল নং ৮০, তৌজি নং ৪২৭, মৌজা পূর্ব গাববেড়িয়া, থানা জয়নগর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, চালতাবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, **চৌহদ্দি:** উত্তর: গোপাল মিত্রর সম্পত্তি; দক্ষিণ: শ্রী স্বপন ঘোষাল ও শ্রীমতী পলি ঘোষালের বাস্তু জমি; পূর্ব: রাস্তা, পশ্চিম: শ্রী নিমিশ মণ্ডল ও অন্যান্য। **(সুরক্ষিত সম্পদ)**	১) ০৭.১০.২০২৬ ২) ₹৬,৩৮,৮৬২.৮৯ (ছয় লক্ষ আটত্রিশ হাজার আটশো বাষট্টি টাকা এবং উননব্বই পয়সা মাত্র) ০৭.১০.২০২৬ অনুযায়ী ৩) এনপিএর তারিখ: ০২.১০.২০২৬

এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ সমেত ওপরে উল্লিখিত ও দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পুরোপুরি আদায় দেওয়ার জন্য ঋণগ্রহীতা(গণ) ও সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) হিসেবে এতদ্দ্বারা আপনাদের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে, যার অন্যথা হলে উপরিবর্ণিত জামিনগুলি ক্রোকের জন্য উক্ত অ্যাক্টের অধীনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে নিম্নস্বাক্ষরকারী বাধ্য হবেন। উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতিও আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে, যেগুলি মোতাবেক উপরিলিখিত সংস্থানে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপনারা উক্ত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়িয়ে নিতে পারবেন। অনুগ্রহপূর্বক এই বিষয়টি খেয়াল রাখবেন, উক্ত অ্যাক্টের ১৩(১৩) নং ধারার সংস্থান অনুযায়ী আমাদের অনুমতি ছাড়া বিক্রি, ইজারা বা অন্য কোনও উপায়ে উপরিলিখিত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলি আপনারা হস্তান্তর করতে পারবেন না।

তারিখ: ২৪.১০.২০২৬
স্থান: জয়নগর (পশ্চিমবঙ্গ)

ডিসিবি ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর পক্ষে
অনুমোদিত আধিকারিক

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
সেন্ট্রল বৈঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
Central Bank of India

রিজিওনাল অফিস: কলকাতা নর্থ
৪ নং ফ্লোর, ৩৩, এন এস রোড, কলকাতা-৭০০০০১
মোবাইল নম্বর: ৯১-৯৯৩৭৯৮৭৪৪০ / ৮২০৮৮০০৭১৭
ই-মেল: recoverykolknro@centralbank.bank.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট IV-A [রুল ৮(৬)-এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য] স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ-সহ বিশেষত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (সুরক্ষিত ঋণদাতা) কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ এবং সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (সুরক্ষিত ঋণদাতা) অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা বাস্তবিক/ প্রতীকী (সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির পাশে নির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত) দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর থেকে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (সুরক্ষিত ঋণদাতা) পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি **'যেখানে আছে', 'যেমন আছে' এবং 'যা কিছু আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। অনুমোদিত আধিকারিকের সেরা জ্ঞান ও তথ্য অনুসারে সম্পত্তির ওপর কোনও দায় বিদ্যমান নেই। অবশ্য, বিভারারা অবশ্যই নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে নিলাম হতে চলা সম্পত্তি সংক্রান্ত দায়, স্বত্ব ও সম্পত্তিকে প্রভাবিত করতে পারে এমন দাবি/ অধিকার/ বকেয়া সম্পর্কে নিজ উদ্যোগে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে নেবেন। সংরক্ষণ মূল্য এবং বায়না অর্থাঙ্ক (ইএমডি) প্রতিটি সম্পত্তির বিশদ বিবরণে উল্লেখ করা আছে।

অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারের নাম	সম্পত্তির বিশদ বিবরণ (ফ্ল্যাট/ দোকান/ জমি/ বাড়ি ইত্যাদি)	প্রপার্টি আইডি	১৩(২) নোটিসের তারিখ অনাদায়ী বকেয়া (লক্ষ টাকায়) ১৩(৪) নোটিসের তারিখ	সংরক্ষণ মূল্য (আরপি) বায়না জমা (ইএমডি) বিড গুণক (বিআইএ)
১. মহঃ রফিক (প্রয়াত) আইনি উত্তরাধিকারিণী: কুমারী সাহিদা বিবি শাখা: ঘুঘুডাঙ্গা	'উদয়ন অ্যাপার্টমেন্ট' নামক বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ও স্বার্থ এবং এর উপরিস্থিত প্রেমিসেসের যাবতীয় যৌথ এলাকা, সাধারণ সুযোগ-সুবিধা, তৎসহ সমস্ত দরজা, জানলা, স্যানিটারি এবং ইলেকট্রিক্যাল পয়েন্টের ফিক্সচার ও ফিটিংস এবং এজমালি অধিকার ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত উক্ত বিল্ডিংয়ের ফার্স্ট ফ্লোরে মাঝের অংশে মার্বেলের মেঝে দেওয়া দুটি বেডরুম, একটি ডাইনিং কাম ড্রয়িং, একটি কিচেন, দুটি টয়লেট ও একটি ব্যালকনি নিয়ে গঠিত ও সামান্য কমবেশি ৬০৫ (ছশো পাঁচ) বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট ফ্ল্যাট নং ১সি (লিফ্‌টের সুবিধাযুক্ত)-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- কালীদহ, জে এল নং ২৩, আর এস নং ১৬, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, সি এস/আর এস খতিয়ান নং ২৬৮ ওএ ২৬৯, সি এস/ আর এস দাগ নং ১৬০৬, ১৬০৭ ও ১৬০৮, হোল্ডিং নং ১৪৪০, এসএইচকেবি সরণি, থানা- দমদম, দমদম থানার এক্তিয়ারভুক্ত, দক্ষিণ দমদম পুরসভার ১৮ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত, কলকাতা- ৭০০৭০৪। **২০১৭ সালের দানদলিল নং I-৯৭০ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বধারক: মহঃ রফিক।**	**CBINKOL1182MOHDRAFIQUE**	১০.১২.২০২৫ ₹২৩.৫১ লক্ষ ১৬.০৬.২০২৬ [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে রয়েছে]	আরপি: ₹১৬,৮০,০০০.০০ ইএমডি: ₹১,৬৮,০০০.০০ বিআইএ: ₹২০,০০০.০০
২. শ্রীমতী সোমা ধর শাখা: রানাঘাট	সামান্য কমবেশি ৯ ডেসিমেল মাপের জ